بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

# মহানবী (সা.)- এর মহান খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)- এর উত্তম গুণাবলীর ঈমান উদ্দীপক স্মৃতিচারণ।

## সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২৮ অক্টোবর, ২০২২ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (আই.) বলেন,

বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র পদমর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)- কে কীরূপ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন, সে প্রসঙ্গে কতিপয় হাদীস রয়েছে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)- এর সৌভাগ্য ও মর্যাদা রয়েছে যে, মক্কা- জীবনে মহানবী (সা.) প্রতিদিন দু'একবার তাঁর বাড়িতে যেতেন।

হযরত আমর বিন আস বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে জা'তুস সলাসাল বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করে পাঠান। তিনি বলেন, 'একবার আমি মহানবী (সা.)- এর কাছে জানতে চাই যে, তাঁর সবচয়ে প্রিয় মানুষ কে? উত্তরে নবীজী (সা.) বলেন, হযরত আয়েশা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ, আর পুরুষদের মধ্যে হযরত আবু বকর ও উমর তাঁর সবচেয়ে প্রিয়; এভাবে ক্রমানুসারে তিনি (সা.) আরো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেন।

হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'আবু বকর (রা.) আমার উম্মতের সব মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবে কেউ নবী হলে ভিন্ন কথা। আমার উম্মতের প্রতি সবচেয়ে দয়ালু ও অনুগ্রহকারী হলেন হযরত আবু বকর।'

হযরত আবু সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, উচ্চ

মর্যাদার মানুষরা এমন উচ্চ স্তরে থাকবে যে নিম্নতর মর্যাদার মানুষেরা তাদেরকে সেভাবে দেখতে পাবে যেভাবে মানুষ উদীয়মান আকাশের দিগন্তে তারকারাজির দেখে। হযরত আবু বকর ও উমর তাদের অন্তর্গত। কোন সুউচ্চ নক্ষত্রকে যেভাবে দেখা যায় সেভাবে মানুষ তাদের দেখতে পাবে। তিনি (সা.) বললেন, 'এবং তারা উভয়েই উত্তম।'

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,**'এমন কোন মানুষ নেই যে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে, অথচ আমি তার উপযুক্ত প্রতিদান দিই নি। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো আবু বকর; আমার প্রতি তার অনুগ্রহ রয়েছে আর এর প্রতিদান তাকে আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত দিবসে দেবেন।'**

মহানবী (সা.) তাঁর শেষ অসুস্থতায় বলেন, 'মানুষের মধ্যে আবু বকর ইবনে আবু কাহাফা (রা.)- এর চেয়ে জীবন ও ধন-সম্পদ দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহকারী আর কেউ নেই। আমি যদি কাউকে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাই তবে অবশ্যই আবু বকরকে বানাতাম, কিন্তু ইসলামের বন্ধুত্বই সর্বোত্তম। আবু বকরের জানালা ছাড়া আমার এই মসজিদের সব জানালা বন্ধ করে দাও।'

মহানবী (সা.) আরো বলেন, 'আবু বকর আমা হতে এবং আমি তার হতে; আবু বকর ইহ এবং পরকালেও আমার ভাই।' সুনানে তিরমিযীর রেওয়ায়েত হল, হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে বলেছেন, 'এরা দু'জন নবী-রসূলগণ ব্যতীত পূর্বাপর সকল বয়স্ক জান্নাতবাসীর নেতা।'

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম) মুহাজির ও আনসারদের মধ্য থেকে তাঁর সাহাবীদের সাথে বাইরে এসে বসতেন। তাঁদের মধ্যে তথায় হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)ও থাকত। সেখানে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর ব্যতীত তাঁদের কেউই মহানবী (সা.)-এর দিকে চোখ তুলে তাকাতেন না। তাঁরা আপনার (সা.) দিকে তাকাত এবং আপনি (সা.) তাঁদের দিকে তাকাতেন এবং তাঁরা আপনার (সা.)- এর দিকে তাকিয়ে হাসবে এবং আপনি (সা.) তাঁদের দিকে হাসিমুখে তাকাবেন।'

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) একবার হযরত আবু বকর (রা.) কে বললেন, **'তুমি হাওযে (কাওসারেও) আমার সঙ্গী (হবে, যেভাবে সওর) গুহাতেও আমার সঙ্গী (ছিলে)।'**

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) একদিন বের হয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) একজন তাঁর ডানদিকে এবং অন্যজন তাঁর বাম দিকে ছিলেন এবং তিনি তাঁদের হাত ধরে বললেন, 'এভাবেই কিয়ামতের দিন আমাদের উঠানো হবে।' হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হানতাব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, **রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)- কে দেখে বললেন, 'এঁরা দু'জন হলো আমার কান ও চোখ'**। তার মানে তাঁরা আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মধ্যে।

হযরত আবু সাঈদ আল্-খুদরি (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'প্রত্যেক নবীর জন্য আসমানবাসীদের মধ্য থেকে দুজন মন্ত্রী এবং যমীনবাসীদের মধ্য থেকে দুজন মন্ত্রী থাকেন। আসমান থেকে আমার দুই মন্ত্রী হলেন জিব্রাঈল ও মিকাঈল এবং পৃথিবী থেকে আমার দুই মন্ত্রী হলেন আবু বকর ও উমর। অতঃপর তিনি তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদও দিলেন।'

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, **'একবার রসূলুল্লাহ্ (সা.) উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করেন।**

তাঁর সাথে হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.) ছিলেন। উহুদ পাহাড় হঠাৎ কাঁপতে আরম্ভ করে। মহানবী (সা.) বলেন, হে উহুদ, থাম! তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ ছাড়া আর কেউ নেই!'

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, একবার এক মজলিসে মহানবী (সা.) জান্নাত ও তার নেয়ামতের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) অনুরোধ করেন, 'মহানবী (সা.) দোয়া করুন যেন আমিও জান্নাতে আপনার সঙ্গে থাকতে পারি। মহানবী (সা.) বললেন, আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি যে আপনি আমার সাথে থাকবেন। সেখানে উপস্থিত এক সাহাবী বললেন, হুজুর (সা.)! আমার জন্যও দোয়া করুন যাতে আমিও আপনার সান্নিধ্য পেতে পারি। মহানবী (সা.) বললেন, আল্লাহ্ তোমার প্রতিও রহম করুন, কিন্তু যে আগে বলেছিল, এখন সে দুআ নিয়ে নিয়েছে।' হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, একবার হুজুর (সা.) উল্লেখ করেন যে, 'যে ব্যক্তি অমুক অমুক ভালো কাজ করবে সে অমুক দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে অমুক অমুক ভালো কাজ করবে সে অমুক দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বিভিন্ন নেক কাজের কথা উল্লেখ করে বলেন, যারা বিভিন্ন নেক আমলের উপর গুরুত্বারোপ করবে তারা জান্নাতের সাতটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। তখন আবু বকর (রা.) বললেন, হে রসূলাল্লাহ্! যে ব্যক্তি সমস্ত প্রকারের সৎ কাজের উপর গুরুত্বারোপ করে তার জন্য কি বিধান? এতে তিনি (সা.) বলেন, 'জান্নাতের প্রতিটি দরজা থেকে ঐ ব্যক্তিকে আহ্বান করা হবে এবং আমি আশা করি হে আবু বকর! তুমিও তো ওদেরই দলের একজন হবে।'

হযরত আবু বকরের স্মৃতিচারণ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এ কথা বলার পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার কতিপয় মরহুম ব্যক্তির স্মৃতিচারণ এবং গায়েবানা জানাযা পড়ার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এখন আমি কয়েকজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করব।

১. মকররম আব্দুল বাসিত সাহেব, আহমদীয়া জামাত ইন্দোনেশিয়ার আমীর, যিনি ৮ অক্টোবর ৭১ বছর বয়সে মারা যান। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন) তিনি ছিলেন মৌলভী আব্দুল ওয়াহিদ সুমাত্রী সাহেবের পুত্র। তিনি জামিয়া আহমদিয়া রাবওয়াহ থেকে শাহিদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং এরপর তিনি দেশে ফিরে আসেন। তিনি থাইল্যান্ডে প্রচারক হিসাবে নিযুক্ত হন। থাইল্যান্ডে সেবা করার পর, তিনি ইন্দোনেশিয়ায় ফিরে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ায় সক্রিয় ছিলেন। তাঁর চাকরির মেয়াদ ছিল চল্লিশ বছর। স্ত্রী ছাড়াও তিনি তিন ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে গেছেন। মরহুম জামাতের জন্য প্রচন্ড বেদনা রাখতেন এবং সবকিছুর ঊর্ধ্বে জামাতকে প্রাধান্য দিতেন। মুরব্বীদের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল, তিনি ছিলেন মর্যাদাবান কিন্তু বিনয়ী। তিনি জামাতীয় ব্যবস্থাপনা ও খিলাফতকে সম্মান করতেন। জামাতের সম্পত্তির প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তিনি ইন্দোনেশিয়ার জামাতের জন্য ঐশী পিতা সমান ছিলেন। শাস্তি দিলেও সংশোধনের দিকটি দৃষ্টিগোচরে রাখতেন। গত এক বছর ধরে তিনি অসুস্থ থাকলেও অসুস্থতার দিনগুলোতেও দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেননি। হুযুর আনোয়ার তাঁর অতুলনীয় সেবা ও গুণাবলী বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি মহান আল্লাহ্‌র কাছে মরহুমের মাগফেরাত কামনা করেন। আল্লাহ্ তাআলা যেন তাঁর প্রতি ক্ষমাশীল হন এবং খিলাফত যেন তাঁর মতো যুবক সর্বদা লাভ করতে থাকে।

২. মকররমা জয়নাব রমজান সাইফ সাহেবা, তানজানিয়ার প্রচারক জনাব ইউসুফ উসমান কাম্বালায়ের স্ত্রী, যিনি সম্প্রতি সত্তর বছর বয়সে মারা গেছেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)

৩. শেখ আব্দুল কাদির সাহেব দরবেশ কাদিয়ানের স্ত্রী মুকাররমা হালিমা বেগম সাহেবা। তিনি

ধৈর্যশীলা, এবং নামায ও রোযার প্রতি বিশেষ যত্নশীল ছিলেন, তিনি ছিলেন একজন সদালাপী এবং সদাচারী মহিলা। যতদিন স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ ছিল, তিনি কাদিয়ানের শিশুদের পবিত্র কুরআন শিক্ষা দিতে থাকেন। খিলাফতের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালোবাসা ছিল এবং যুগ খলীফার প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি সাড়া দিতেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে দরবেশীর সময় অতিবাহিত করেছিলেন। মরহুম মুসিয়া ছিলেন, তাঁর ছেলে শেখ নাসির ওয়াহিদ, যিনি কাদিয়ানের নূর হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর তিন মেয়ে বাইরে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা মরহুমের প্রতি রহমত ও মাগফেরাত বর্ষণ করুন।

৪. মকাররমা মেলা আনিসা আপিসা সাহেবা যিনি সম্প্রতি ৭১ বছর বয়সে মারা গেছেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। মৃতা ছিলেন কারিবাসের প্রথম আহমদী মুসলিম এবং প্রথম আহমদী মহিলা। কোনোভাবে পবিত্র কুরআনের অনুবাদের একটি কপি এখানে পৌঁছেছিল, সেটি পড়ার পর তিনি নিজে নিজেই ঈমান নিয়ে আসেন এবং পর্দা করা আরম্ভ করেন। তিনি ছিলেন একজন গুণী, সাহসী ও সম্মানীয় আহমদী ব্যক্তিত্ব।

হুযুর আনোয়ার সকল মরহুমের মাগফেরাত ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়ার দোয়া করেন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহয়ুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

**('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)**

| | |
|---|---|
| Bengali Khulasa Khutba Juma<br>Huzoor Anwar(at)<br>28 October 2022<br>*Distributed by*<br>Ahmadiyya Muslim Mission<br>....................*P.O*.......................<br>*Distt*.......................*Pin*.........*W.B* | **To,**<br>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

**বিশদে জানতে :** Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in